আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ঋণ আদায় বিভাগ

অপারেশন সার্কুলার নং - ০৬/২০২৫ তারিখঃ ১৫ জুন ২০২৫

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক।

বিষয় : ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড, সিএমএসএমই, একটি বাড়ি একটি খামার (এবাএখা) সমন্বিত কৃষি ঋণ, অঙ্গীভূত আনসার ঋণ সহ বহুবিধ খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, অর্থনৈতিক মন্দা কিংবা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বহুবিধ কারণে ঋণগ্রহিতার প্রকল্প/ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিতরণকৃত সকল ঋণের অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করা সম্ভব হয় না, ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহ শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে। শ্রেণিকৃত ঋণ একদিকে যেমন ব্যাংকের Non-performing asset এ পরিণত হয়, অপরদিকে ব্যাংকের প্রভিশনজনিত ব্যয় বৃদ্ধি করে। এতদপ্রেক্ষিতে ব্যাংকের কাঙ্ক্ষিত নীট মুনাফা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রেণিকৃত ঋণগ্রহিতার পুনর্বাসন এবং ব্যাংকিং সেক্টরের সামগ্রিক শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে সার্কুলার/সার্কুলার লেটার জারী করে ঋণ পুনঃতফসিল ও ঋণ পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংকের ঋণ আদায় উপ-বিভাগ (বর্তমান ঋণ আদায় বিভাগ) হতে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত অপারেশন সার্কুলার নং- ১৬/২০২০, তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০২০, বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে গত ১৮-০৭-২০২২ তারিখে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার বিআরপিডি-১৬ জারী করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৩-০৮-২০২২ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩ এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫২, তারিখ ২১ ডিসেম্বর ২০২২ জারীর মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার নং-১৬ এর কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, তারিখ : ১৮-০৭-২০২২, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩, তারিখ : ০৩-০৮-২০২২ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫২, তারিখ ২১ ডিসেম্বর ২০২২ এর আলোকে এবং বাস্তবতার নিরিখে পরিচালনা বোর্ডের '১১০তম' সভার অনুমোদনক্রমে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও ঋণ পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতমালা জারী করা হলোঃ

০২। পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন আবেদনঃ

২.১) শ্রেণিকৃত ঋণ (নিম্নমান, সন্দেহজনক এবং মন্দ শ্রেণিমানের ঋণ) পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার লিখিত আবেদন (সংযোজনী-'ক'মোতাবেক) গ্রহণ করতে হবে।

২.২) নিয়মিত (অশ্রেণিকৃতঃ স্ট্যান্ডার্ড বা এসএমএ) মেয়াদী ঋণ (চলমান, তলবী বা অন্য কোন প্রকার ঋণ রুপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়) পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতার লিখিত আবেদন (সংযোজনী-'খ'মোতাবেক) গ্রহণ করতে হবে।

০৩। ডাউনপেমেন্টঃ

৩.১) ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নগদ ডাউন পেমেন্টের হার হবে নিম্নরূপঃ

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির				মোট বকেয়া ঋণ স্থিতির			
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
মেয়াদী ঋণ	২.০০ কোটি টাকার কম	৭%	৭%	৮%	৯%	৪.৫০%	৪.৫০%	৫.৫০%	৬.৫০%
চলমান ও তলবী ঋণ	১.০০ কোটি টাকার কম	-	-	-	-	৪.০০%	৪.০০%	৫.০০%	৬.০০%

৩.২) মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি ও মোট বকেয়া ঋণের বিপরীতে বর্ণিত শতকরা হারে হিসাবকৃত মোট পরিমাণের মধ্যে যেটি কম তা নূন্যতম ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

৩.৩) কোন ঋণগ্রহিতা প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট নগদে প্রদানপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন সংযোজনী-"ক" মোতাবেক করলে আবশ্যিকভাবে আবেদনপত্র গ্রহণের ০৩ (তিন) মাস সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন গ্রাহক কর্তৃক চেক, পে অর্ডার বা অন্য কোন Instrument এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদান করা হলে উক্তরূপ Instrument নগদায়নের পর পুনঃতফসিলিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

৩.৪) ঋণগ্রহিতা কর্তৃক ঋণ পুনঃতফসিলকরণের আবেদনপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে নিয়মিত কিস্তি হিসেবে প্রদত্ত কোন অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে, পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক ব্যাংক-কে আগাম অবহিতকরণপূর্বক এর অব্যবহিত ৩ (তিন) মাস তথা ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময়ে জমাকৃত একীভূত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে।

চলমান পাতা-০২

৩.৫) সকল ঋণগ্রহিতার জন্য সমহারে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টের আদায়ের শর্ত আরোপ করা যাবে না। ঋণগ্রহিতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ বিবেচনায় নিয়ে ডাউন পেমেন্ট এর হার নির্ধারণ করতে হবে।

৪। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ও মেয়াদঃ

৪.১) শ্রেণিকৃত কোন ঋণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলযোগ্য হবে। তবে, গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে শিল্প/ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা যাবে। ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করার পরও ঋণ আদায় না হলে পাওনা আদায়ে শাখা আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে।

৪.২) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ সময়সীমা হবে নিম্নরূপঃ

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ডসহ)			
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
মেয়াদী ঋণ	২.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর	৬ বছর	৫ বছর	৪ বছর
চলমান ও তলবী ঋণ	১.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর	৬ বছর	৫ বছর	৪ বছর

৪.৩) স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে নিম্নরূপঃ

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ডসহ)			
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
কৃষি ঋণ (স্বল্প মেয়াদী)	পরিমাণ নির্বিশেষে	৩ বছর	২ বছর ৬ মাস	২ বছর ৬ মাস	২ বছর ৬ মাস
ক্ষুদ্র ঋণ	পরিমাণ নির্বিশেষে	৩ বছর	২ বছর ৬ মাস	২ বছর ৬ মাস	২ বছর ৬ মাস

৪.৪) ঋণের পরিমাণ বিবেচনায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রেস পিরিয়ড ০৬ মাস হবে। তবে, গ্রাহকের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় উক্ত গ্রেস পিরিয়ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর নির্ধারণ করা যাবে।

৪.৫) পুনঃতফসিলের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল সকল ঋণগ্রহিতার জন্য সমহারে প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহিতার ক্ষতির পরিমাণকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে পুনঃতফসিলের মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে।

৬। নিয়মিত মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠনের (Restructuring) ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাদিঃ

৬.১) নিয়মিত (অশ্রেণিকৃতঃ স্ট্যান্ডার্ড বা এসএমএ) মেয়াদী ঋণ (চলমান, তলবী বা অন্যকোন প্রকার ঋণ রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়) এর বিদ্যমান অবশিষ্ট মেয়াদের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে। কোন ঋণ হিসাবকে ঋণের মেয়াদের মধ্যে শুধুমাত্র একবার এরূপ পুনর্গঠন সুবিধা দেয়া যাবে।

৬.২) কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে।

৬.৩) পুনঃতফসিলকৃত কোন ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে না।

৭। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদনঃ

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা নেই এবং তা ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সার্কুলারের ৭.১ হতে ৭.৩ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

৭.১) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন ক্ষমতা হবে নিম্নরূপঃ

ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন কর্তৃপক্ষ
শাখা ব্যবস্থাপক	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	উপমহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও অগ্রীম)/বিভাগ প্রধান (ঋণ ও অগ্রীম)
উপমহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও অগ্রীম)/বিভাগ প্রধান (ঋণ ও অগ্রীম)	মহাব্যবস্থাপক, অপারেশন মহাবিভাগ
মহাব্যবস্থাপক, অপারেশন মহাবিভাগ	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	বোর্ড/ পরিচালনা পর্ষদ
বোর্ড/ পরিচালনা পর্ষদ	বোর্ড/ পরিচালনা পর্ষদ

চলমান পাতা-০৩

৭.২) পুনঃতফসিলিকরণ যে কোন পর্যায়ে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হোক না কেন, বিষয়টি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়কে আবশ্যিকভাবে অবহিত করতে হবে।

৭.৩) প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের অনুমোদনের ক্ষেত্রে তা প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশ গ্রহণপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের করতে হবে।

৮। পুনঃতফসিলকৃত ঋণের স্থগিত সুদ ও প্রভিশন সম্পর্কিত নির্দেশনাঃ

৮.১) পুনঃতফসিলিকরণ পরবর্তীতে আসল এবং সুদ মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সমকিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং পুনঃতফসিল পরবর্তী আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। অর্থাৎ, পুনঃতফসিলকৃত ঋণের প্রতি ত্রৈমাসিকে সুদ চার্জ করে স্থগিত সুদ খাতে স্থানান্তর করতে হবে, কোনক্রমেই আরোপিত সুদ/সুদ চার্জ করে আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি কিংবা কিস্তির অংশবিশেষ আদায় হলে সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে সংরক্ষিত স্থগিত সুদ হতে আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে।

৮.২) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫গগ এর বিধানমতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ধারা ২৭কক(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে 'খেলাপি ঋণ' এবং গ্রাহককে 'খেলাপি ঋণগ্রহিতা' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এতদসত্ত্বেও শাখা/প্রধান কার্যালয় নিজস্ব বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে যে কোন বিরূপ শ্রেণিমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারবে।

৮.৩) ইতোপূর্বে ব্যাংকের অপারেশন সার্কুলার- ১৬/২০২০ তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ অনুসারে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের অনুচ্ছেদ ৩ (ছ) অনুসারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ চার্জ না করে থাকলে এই সার্কুলার জারীর ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ আসন্ন জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ঐ সকল পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পুনঃতফসিলের পর হতে বকেয়া সুদ চার্জ/আরোপ করে স্থগিত সুদ খাতে স্থানান্তর করতে হবে। কিস্তি কিংবা কিস্তির অংশবিশেষ আদায় হলে আরোপিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে।

৯। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পরিপালনযোগ্য নির্দেশনাসমূহ:

৯.১) শাখা ব্যবস্থাপকগণ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের প্রস্তাব "সংযোজনী -গ" এবং ঋণ পুনর্গঠনের প্রস্তাব "সংযোজনী-ঘ" মোতাবেক প্রস্তুত করে পত্রের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করবেন।

৯.২) ঋণগ্রহিতা কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে ঋণ শ্রেণিকৃত হওয়ার কারণ উদঘাটন করতে হবে।

৯.৩) যে সকল গ্রাহক আর্থিকভাবে দুরবস্থায় রয়েছে অথবা গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে যাতে নিয়মমাফিক পুনঃতফসিলিকরণ বা পুনঃপুনঃ পুনঃতফসিল পরিহার করতে হবে।

৯.৪) অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদনশীল খাতের অলাভজনক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃতফসিলযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতা কর্তৃক পুনঃতফসিলযোগ্য ঋণের কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা সতর্কতার সাথে যথাযথভাবে যাচাইপুর্বক ঋণ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করত হবে। পুনঃতফসিলযোগ্য ঋণের কিস্তি পরিশোধের সক্ষমতা নাই এমন ঋণ গ্রহিতাদের কোনভাবেই পুনঃতফসিল সুবধা প্রদান করা যাবে না।

৯.৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসাস্থল শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পুনঃতফসিলতব্য দায় পরিশোধের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

৯.৬) ঋণগ্রহিতা কর্তৃক তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা তিনি একজন অভ্যাসগত ঋণ খেলাপি হলে তার পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র বিবেচনাযোগ্য হবে না; বরং উক্ত ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.৭) জাল-জালিয়তি বা অন্য কোন ধরণের প্রতারনা/অনিয়মের মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

৯.৮) ঋণগ্রহীতার নগদ প্রবাহের প্রক্ষেপণ এবং নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি/বিদ্যমান দায় পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে শাখা/অঞ্চল/ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

৯.৯) উক্ত ৯.১ হতে ৯.৮ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদের নির্দেশনা ও ব্যাংকিং নিয়মাচারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক কোন গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাস্তবসম্মত/যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট শাখা/অঞ্চল/ঋণ মঞ্জুরিকারী কর্তৃপক্ষ ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করবে। অন্যথায়, পাওনা আদায়ে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয় সম্ভাব্য সকল আইনী ব্যবস্থা গ্রহণসহ যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে।

চলমান পাতা-০৪

৯.১০) 'ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি' এবং 'ব্যাংক পরিচালক' সংশ্লিষ্ট ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিলিকরণ অথবা পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬গ ও ২৭ ধারা এবং উক্ত ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪, তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৯.১১) পুনঃতফসিল উত্তর যে কোন ঋণ হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক পরিদর্শনকালে অত্র নীতিমালার পুনঃতফসিলিকরণের সকল শর্ত পরিপালিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শ্রেণিকরণ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৯.১২) সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারার বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক পুনঃতফসিল/ঋণ পুনর্গঠন করার জন্য ঋণগ্রহিতার অবর্তমানে/অনুপস্থিতিতে ঋণ গ্রহিতার পরিবার (পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান) এর যে কোন একজন সদস্য এবং বিশেষ ক্ষেত্রে (ঋণগ্রহিতা অবিবাহিত এবং ঋণ গ্রহিতার পরিবারের সদস্যগণ মৃত/অবর্তমান) জামিনদার/গ্যারান্টর ঋণ গ্রহিতার পক্ষে আবেদন করতে পারবে।

৯.১৩) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের জন্য ঋণটি অবশ্যই শ্রেণিকৃত হতে হবে, অর্থাৎ অশ্রেণিকৃত ঋণ কোনক্রমেই পুনঃতফসিল করা যাবে না। এস.এস, ডি.এফ বা বি.এল যে পর্যায়ে শ্রেণিকৃত ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ করা হোক না কেনো, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণের সুদ চার্জ করে স্থগিতসুদ হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক ঋণ স্থিতি নির্ধারণ করে পুনঃতফসিল করতে হবে।

৯.১৪) ঋণ পুনঃতফসিল বিষয়টি অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহিতার লেজারে "পুনঃতফসিলের তারিখঃ----------, পরিমাণঃ----------, এবং বর্ধিত মেয়াদঃ----------" উল্লেখপুর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার/ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরের একটি সীল মোহর তৈরীপূর্বক ব্যবহার করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে ঋণগ্রহিতা বরাবর পুনঃতফসিলের মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করতে হবে এবং পুনঃতফসিল মঞ্জুরীপত্রের কপি ঋণীর ঋণকেইস/ঋণ আবেদনের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুরুপভাবে ঋণ পুনর্গঠনের বিষয়টি অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহিতার লেজারে "পূনর্গঠনের তারিখঃ----------, পরিমাণঃ----------, এবং বর্ধিত মেয়াদঃ----------" উল্লেখপুর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার/ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরের একটি সীল মোহর তৈরীপূর্বক ব্যবহার করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ঋণ পুনর্গঠনের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে অনুমোদনের কপি ঋণীর ঋণকেইস/ঋণ আবেদনের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

৯.১৫) পুনঃতফসিল ঋণ যাতে কোন অবস্থাতেই তামাদি ঋণে পরিণত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ শাখা কর্তৃক উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা শাখা ভ্রমনকালে মনিটরিং করবেন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শাখা নিম্নোক্ত ছকে পুনঃতফসিলিকৃত ঋণের সঠিক তথ্য সম্বলিত একটি রেজিষ্টার/এক্সেল শীটে সংরক্ষণ করবেঃ

ক্র. নং	ঋণগ্রহিতার নাম	ফোন নাম্বার	ফলিও নং	ঋণের ধরণ	ঋণ বিতরণের তারিখ, পরিমাণ, ও ডিউ ডেট	বকেয়ার পরিমাণ			পুনঃতফসিল		ডাউনপেমেন্টের পরিমাণ
						আসল	সুদ/ অন্যান্য	মোট	তারিখ	পরিশোধ সূচি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

৯.১৬) ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের পরও কোন ঋণ খেলাপি হয়ে পড়লে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে শাখা ব্যবস্থাপনা/ব্যাংক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে অর্থ ঋণ আদালত/সার্টিফিকেট/এন আই এ্যাক্ট এর আওতায় মামলা দায়ের ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০। রিপোর্টিং:

১০.১) পুনঃতফসিলের ক্রম সংখ্যা মঞ্জুরীপত্রে এবং সিএল ফর্মে মঞ্জুরীর তারিখ/সর্বশেষ নবায়ন/পুনঃতফসিলিকরণ কলামে RS-1/RS-2/RS-3/RS-4 অথবা RSIW-1/RSIW-2/RSIW-3/RSIW-4 হিসেবে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১০.২) শাখা কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত এবং পুনর্গঠিত ঋণের তথ্য প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে বিবরণী আকারে (সংযোজনী-'ঙ') মোতাবেক পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগে সফট কপি এবং হার্ড কপি প্রেরণ করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য পরিদর্শনকালে প্রয়োজনে অভ্যন্তরীন অডিট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন দলের চাহিদা মোতাবেক উপস্থাপন করতে হবে।

১১। ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠনের সুযোগ গ্রহণকারী ঋণগ্রহিতাগণ ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে পুনরায় ঋণের আবেদন করতে পারবেন।

১২। অপারেশন সার্কুলার নং ১৬/২০২০ তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে, এই সার্কুলার জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রহিতকৃত সার্কুলারের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম বৈধ বলে গণ্য হবে।

চলমান পাতা-০৫

১৩। এছাড়াও বিআরপিডি কর্তৃক ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ঋণ, স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ ও কৃষি ঋণ এর পুনঃতফসিলিকরণ ও পূনর্গঠন সংক্রান্ত কোন সার্কুলার/সার্কুলার লেটার জারী করা হলে সে মোতাবেক ঋণ পুনঃতফসিলিকরন ও পূনর্গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে। এ নীতিমালার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে ঋণ আদায় বিভাগে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হলো।

অনুমোদনক্রমে,

দেবব্রত ভৌমিক
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ০২-৪৮৩১৩১৯১
ই-মেইল: avubrecovery@gmail.com

এম. এম. জি. তোফায়েল
মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)
ফোনঃ ০২-৪৮৩১৩১৯৬
ই-মেইলঃ gmoperation@ansarvdpbank.gov.bd

সূত্র নং- ২/২০/১৭৯/ ৮৪৮৩ তারিখঃ ১৫ জুন ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপিঃ

১। স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যান, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এবং পরিচালক (অপারেশনস্), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার টু এমডি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার টু ডিএমডি, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। স্টাফ অফিসার টু জিএম, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন/অপারেশন এবং হিসাব ও নিরীক্ষা) মহোদয়ের দপ্তর, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। সকল বিভাগ প্রধান, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (বিভাগ প্রধান মহোদয়, আইসিটি বিভাগ, কে AVUB Archive এ সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৬। নথি।

১৫/০৬/২৫
মোঃ রাশেদ রহমান
সিনিয়র অফিসার

সংযোজনী 'ক'

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
---------- শাখা।
---------- অঞ্চল।

তারিখঃ

ব্যবস্থাপক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক,
---------- শাখা।
---------- জেলা।

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার ব্যাংক শাখা হতে ---------- ঋণ খাতে গত ---------- তারিখে মোট ---------- (কথায়ঃ ----------) টাকা ---------- উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করেছি। নানাবিধ অসুবিধার দরুন মৌখিক ও লিখিতভাবে তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রন বহির্ভুত কারণে ঋণের টাকা আমি সঠিক সময়ে/নিয়মিত পরিশোধ করতে পারিনি। বর্তমানে আমার ঋণ এসএস/ডিএফ/বিএল শ্রেণিভুক্ত। উক্ত দেনা/বকেয়া পাওনার মধ্যে অদ্য ---------- টাকা ডাউনপেমেন্ট প্রদান করে ১ম দফায়/২য় দফায়/৩য় দফায়/৪র্থ দফায় গ্রেস পিরিয়ড সহ ---------- মাস/বছরের জন্য ঋণ পুনঃতফসিলের আবেদন করলাম। ডাউনপেমেন্টের বাকি টাকা (যদি থাকে) আগামী ---------- তারিখের মধ্যে প্রদান করবো। পুনঃতফসিলকৃত ঋণের টাকা আমি আগামী ---------- তারিখের মধ্যে পরিশোধের জন্য অঙ্গীকার করলাম। উক্ত ঋণের মেয়াদ আগামী ---------- তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করে মাসিক ---------- টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ করে দিলে আমি সঠিক নিয়মে সময়মত পরিশোধ করতে সমর্থ হবো।

এমতাবস্তায় পুনঃতফসিলের মাধ্যমে আমার ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আমাকে নিয়মিত ঋণগ্রহিতা হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর----------

ঋণগ্রহিতার নামঃ

পিতার নামঃ

মাতার নামঃ

ঠিকানাঃ

ভোটার আইডি নম্বর (সংযুক্ত):

মোবাইল নম্বরঃ

ঋণী নং/ঋণ কেইস নং:

সংযোজনী 'খ'

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
---------- শাখা।
---------- অঞ্চল।

তারিখঃ

ব্যবস্থাপক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক,
---------- শাখা।
---------- জেলা।

বিষয়ঃ ঋণ পুনর্গঠনের আবেদন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার ব্যাংক শাখা হতে ---------- ঋণ খাতে গত ---------- তারিখে মোট ---------- (কথায়ঃ ----------) টাকা ---------- উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করেছি। নানাবিধ অসুবিধার দরুন মৌখিক/লিখিতভাবে তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রন বহির্ভুত কারণে আমি সঠিক সময়ে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে পারি নি। বর্তমানে আমার ঋণ স্ট্যান্ডার্ড/এস.এম.এ. শ্রেণিভুক্ত। উক্ত বকেয়া পাওনা কিস্তির মধ্যে অদ্য ---------- টাকা ডাউনপেমেন্ট প্রদান করে ঋণ পুনর্গঠনের আবেদন করলাম। উক্ত ঋণের মেয়াদ আগামী ---------- তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করে মাসিক ---------- টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ করে দিলে আমি সঠিক নিয়মে সময়মত পরিশোধ করতে সমর্থ হবো।

এমতাবস্তায় পুনর্গঠনের মাধ্যমে আমার ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আমাকে নিয়মিত ঋণগ্রহিতা হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর----------
ঋণগ্রহিতার নামঃ
পিতার নামঃ
মাতার নামঃ
ঠিকানাঃ
মোবাইল নম্বরঃ
ঋণী নং/ঋণ কেইস নং:

সংযোজনী 'গ'

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
---------- শাখা।
---------- অঞ্চল।

সূত্র নং

তারিখঃ

বিষয়ঃ ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরন প্রসঙ্গে।

০১ আবেদনকারীর নাম :

০২ ঠিকানা :

০৩ মোবাইল নং :

০৪ ভোটার আইডি নং :

০৫ ঋণী নং/ ঋণ কেইস নং :

০৬ আবেদনের তারিখ (আবেদন সংযুক্ত) :

০৭ ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ :

০৮ মুল ঋণের পরিমাণ :

০৯ ঋণের উদ্দেশ্য/খাত :

১০ ঋণের বর্তমান অবস্থা :

ঋণ মঞ্জুরির		ঋণ বিতরনের		মোট আদায়	বর্তমান ঋণ স্থিতি	বর্তমান শ্রেণিমান
তারিখ	পরিমাণ	তারিখ	পরিমাণ			

১২ মুল ঋণের মেয়াদ/পরিশোধের তারিখ :

১৩ ডাউনপেমেন্ট হিসেবে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ :
(প্রমানকসহ)

১৪ ঋণগ্রহিতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ :
বিবেচনায় ডাউনপেমেন্টের হার

১৫ মামলা হয়ে থাকলে তার সর্বশেষ অবস্থা :
(মামলা দায়েরের তারিখ ও সংক্ষিপ্ত ফলাফল)

১৬ ইতোপূর্বে ঋণ পুনঃতফসিল সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য : (যদি থাকে তবে নিচের ছক পূরণ করতে হবে)

ক্র নং	পুনঃতফসিল এর তারিখ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিশোধ সূচি	কিস্তিখেলাপির সংখ্যা ও পরিমাণ	বর্তমান স্থিতি	পুনঃতফসিলের পর পুনরায় খেলাপী হবার কারন
১						
২						
৩						

১৭ ঋণ পুনঃতফসিলের প্রস্তাবিত পরিশোধ সূচি :

১৮ দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা ব্যবস্থাপকের মতামত ও সুপারিশ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে) :

১৯ আঞ্চলিক ক্রেডিট কমিটির মতামত ও সুপারিশ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে) :

২০ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মতামত ও সুপারিশ/মঞ্জুরী (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে) :

সংযোজনী 'ঘ'

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

---------- শাখা।

---------- অঞ্চল।

সূত্র নং

তারিখঃ

বিষয়ঃ ঋণ হিসাব পুনর্গঠন প্রসঙ্গে।

০১ আবেদনকারীর নাম :

০২ ঠিকানা :

০৩ মোবাইল নং :

০৪ ভোটার আইডি নং :

০৫ ঋণী নং/ ঋণ কেইস নং :

০৬ আবেদনের তারিখ (আবেদন সংযুক্ত) :

০৭ ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ :

০৮ মুল ঋণের পরিমাণ :

০৯ ঋণের উদ্দেশ্য/খাত :

১০ ঋণের বর্তমান অবস্থা :

ঋণ মঞ্জুরির		ঋণ বিতরনের		মোট আদায়	বর্তমান ঋণ স্থিতি	বর্তমান শ্রেণিমান
তারিখ	পরিমাণ	তারিখ	পরিমাণ			

১২ মুল ঋণের মেয়াদ/পরিশোধের তারিখ :

১৩ ডাউনপেমেন্ট হিসেবে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (যদি থাকে) :

১৭ ঋণ পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত পরিশোধ সূচি :

১৮ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও শাখা ব্যবস্থাপকের মতামত ও সুপারিশ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে) :

১৯ আঞ্চলিক ক্রেডিট কমিটির মতামত ও সুপারিশ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে) :

২০ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মতামত ও সুপারিশ/মঞ্জুরী (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে) :

সংযোজনী 'ঙ'

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

---------- শাখা।

---------- অঞ্চল।

(প্রতি ত্রৈমাসিক রিপোর্টের জন্য প্রযোজ্য)

ক) শাখার মোট পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (শাখার জন্য প্রযোজ্য)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত পুনঃতফসিলকৃত ঋণের		বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের		মোট পুনঃতফসিলকৃত ঋণের		পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত পুনর্গঠিত ঋণের		বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনর্গঠিত ঋণের		মোট পুনর্গঠিত ঋণের		মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	
০১													

- পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত পুনঃতফসিলকৃত/ পুনর্গঠিত ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণ কলামে (২,৩ নং এবং ৮,৯ নং কলাম) যে সকল ঋণ পুনঃতফসিলকৃত/ পুনর্গঠিত অবস্থায় আছে তার মোট সংখ্যা ও স্থিতি দিতে হবে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে ঋণ পুনঃতফসিল/ পুনর্গঠন করা হয়েছে কিন্তু তা জুন/ডিসেম্বরে শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হয়ে গেছে সে সকল ঋণের হিসাব উক্ত কলামসমূহে হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ক) অঞ্চলের মোট পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	শাখার নাম	পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত পুনঃতফসিলকৃত ঋণের		বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের		মোট পুনঃতফসিলকৃত ঋণের		পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত পুনর্গঠিত ঋণের		বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনর্গঠিত ঋণের		মোট পুনর্গঠিত ঋণের		মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	
০১														
০২														
০৩														
০৪														
০৫														
মোট														

মঞ্জুরীপত্রের নমুনা

(আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য)

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

আঞ্চলিক কার্যালয়, ...

সুত্র নং-

তারিখঃ

শাখা ব্যবস্থাপক
....., শাখা
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক,
....., অঞ্চল।

বিষয়ঃ ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার শাখার পত্র সূত্র নং ------ তারিখ -------- মোতাবেক আপনার শাখার ঋণগ্রহিতা জনাব ----------, ঋণী নং-------- এর ----------তারিখের পুনঃতফসিলের/পুনর্গঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত শর্তে ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা হলোঃ

পুনঃতফসিলকৃত/পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	পুনঃতফসিলের/পুনর্গঠন ঋণের মেয়াদ	মাসিক কিস্তির পরিমাণ
	--------- তারিখ হতে ---------- তারিখ পর্যন্ত (মোট ..... মাস/ ..... বছর)	

০২। পুনঃতফসিলকৃত/পুনর্গঠিত ঋণের নির্ধারিত কিস্তি প্রতিমাসে নিয়মিত প্রদানে বাধ্য থাকবে।

০৩। ঋণটি পুনরায় শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হলে/পূনর্গঠিত ঋণ শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হলে ব্যাংক উক্ত ঋণগ্রহিতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর ও সীল)

অনুলিপিঃ

১। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহিতা জনাব ----------, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ..., শাখা।

২। অফিস কপি।